দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 DEC 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

246

শিক্ষাঙ্গনে

সেশন জট নিরসনে বিকল্প ব্যবস্থা

দীর্ঘ ৭৩ দিন বন্ধ থাকার পর গত ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হয়। বেশ কড়াকড়ি প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ। কিন্তু একমাস যেতে না যেতেই আবার এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমস্ত উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ। আবারও রাজনীতির করালগ্রাসে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়। নির্ধারিত ছুটি পার হয়ে যাওয়ার তৃতীয় দিনেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অনুষদে ক্লাস শুরু হয়নি। অবিরাম হরতাল আর যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকার দরুন অধিকাংশ আবাসিক ছাত্র হলে ফিরে আসতে পারেনি। ক্লাস আবার কবে থেকে ঠিকমত শুরু হবে তা-ও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। কিন্তু এভাবে যদি চলতে থাকে তবে কোথায় গিয়ে ঠেকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট? এদিকে একটার পর একটা সেশন আটকা পড়ছে, অন্যদিকে প্রতি বছর একটা করে সেশন আমন্ত্রিত হয়ে আসছে ঐ অটকা পড়া সেশনে জট পাকাতে। কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে চলবে কি করে। জাতির ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে ঠেকবে। তিন বছরের অনার্স কোর্স শেষ করতে ৬/৭ বছর লাগছে। পরবর্তীতে হয়ত এ সময়সীমা ৮/১০ বছরে গিয়ে ঠেকবে। এক একজন তরুণ বেকার যুবক হয়ে বেড়িয়ে আসবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পাস করতে করতে ফুরিয়ে যাবে চাকরির সময়সীমা। এ সমস্যার কি কোন সমাধান নেই? আর এ সমস্যার সমাধান না হলে একজন শিক্ষিত বেকার যে অভিভাবকের প্রচুর অর্থ ব্যয় করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস দিয়ে বেরুবে তার কাছ থেকে কি আশা করতে পারে এ সমাজ? যে পিতামাতা বা অভিভাবক নিজেদের সবকিছু বিপন্ন করে উপহার পাবে একজন বেকার যুবক তাদের কি হবে! এ সমাজকে বাঁচাতে হলে, এ দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে হলে সেশন জট সমস্যার সমাধান করতেই হবে। '৮৭-র গোড়ার দিকে সেশন জট নিরসনের জন্য বেশ তৎপর হয়ে উঠেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে 'নাইট শিফট' চালু করার প্রস্তাব বেশ অলোড়ন তুলেছিল সিণ্ডিকেটে। কিন্তু তারপর যা হবার তা-ই হয়েছে। দু'দিন আলোচিত হওয়ার পর সব শেষ। সমস্যা দেখা দিয়েছে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়ে। যার সমাধান আজো হলো না।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জটের অবস্থাও অনুরূপ। '৮৫-তে যারা ভর্তি হয়েছে '৮৭-তে তাদের ক্লাস শুরু হয়েছে এবং ১ম সেমিস্টার অতিক্রান্ত হলেও ২য় সেমিস্টারের ক্লাস এখনো শুরু হয়নি। সুতরাং '৮৬-তে যারা ভর্তি হয়েছে তাদের ক্লাস কখন শুরু হবে তা হয়ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই বলতে পারবেন না। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিকল্প সেশন চালু করার কথা ছিল মধ্য সেপ্টেম্বরে। এ নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখিও হয়েছে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তা-ও শুরু করা হয়নি। আমার মনে হয়, দু'টি সেশন একসাথে শুরু করা ছাড়া এ সেশন জট নিরসনের অন্য কোন বিকল্প নেই।

ম্যাডিকেল কলেজগুলোতেও সেই একই অবস্থা। বিভিন্ন কারণে হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায় ম্যাডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য। ফলে পিছাতে থাকে সেশন।

অতএব সেশন জট নিরসনের লক্ষ্যে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া এ সমস্যার সমাধান কখনোই সম্ভব নয়।

—মোঃ রফিকুল ইসলাম সরকার